১৫-০৬-১৬ প্রাতঃ মুরলী ওঁম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা- নিজেকে আত্মা মনে করে অন্যদের সাথেও আত্মা জ্ঞানে কথা বলবে। তাহলেই আত্মারূপী ফুলের সুগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে আর দেহ- অভিমানের দুর্গন্ধও তখন দূর হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন :- নিজের সুগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার মত সত্যিকারের ফুল বা বাবার প্রতি নিবেদিত প্রাণ (বহ্নি-পতঙ্গ)- কে ?

উত্তর :- সত্যিকারের ফুল সে- যে অনেক মানুষকে নিজের মতো সুগন্ধযুক্ত ফুলের জীবন দিতে পারে। বাবার শ্রীমতে চলে, বাবার এই জ্যোতির আলোয় জ্বলে অর্থাৎ বহ্নি-পতঙ্গের মতো নিবেদিত হয়ে, জীবন-মৃতের মতো, সত্যিকারের বহ্নি-পতঙ্গের মতো নিবেদিত প্রাণ, এই সব আত্মারূপী ফুলের সুগন্ধ শীঘ্রই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গীত:- মহফিল্ মেঁ জ্বল্ উঠি শ্যামা.....(এই বিশ্ব-আসরের রঙ্গ-মঞ্চে আলোর প্রকাশে)

ওঁম্ শান্তি! এ যেন বাবার প্রতি নিবেদিত প্রাণ পতঙ্গরূপী আত্মারা এই গানই শুনছে। নিবেদিত পতঙ্গই বলো বা আত্মারূপী ফুলই বলো, ব্যাপারটা একই। ফলে বাচ্চারা মনে করে যে, আমরা কি সত্যি সত্যি বাবার প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়েছি -নাকি কেবলমাত্র ঘুরে ঘুরেই বা দুটো জ্ঞানের কথা জেনে আর শুনেই চলে যাই মাত্র। আর এই জ্যোতিকেই (শ্যামা) আবার ভুলে যাও। প্রত্যেকে নিজেই নিজেকে যদি প্রশ্ন করো, তোমরা কে কতটা সুগন্ধীত ফুল হতে পেরেছো, আর এই জ্ঞানের সুগন্ধ চারিদিকে ছড়াতে পারছো ? আর তা কতজনকেই বা তোমরা নিজের মতো সুগন্ধীত ফুল বানিয়েছো। বাচ্চারা তো জানেই .....বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর এবং তার সুগন্ধও কতখানি। যারা নিজের জীবনকে সুন্দর ফুলের মতন বা বাবাকে সম্পূর্ণ নিবেদন (পরয়ানে) করতে পেরেছে, তাদের সুগন্ধ খুবই সুন্দর। তারা সবসময় খুশীতে থাকে, আর অন্যদেরও নিজের মতো সুগন্ধিত ফুল বা বহ্নি-পতঙ্গে পরিণত করে। আর যদি ফুল নাও বা হয়, অন্তত কুঁড়ি তো হবেই । সম্পূর্ণ বহ্নি-পতঙ্গ (পরয়ানে) সেই, যে জীবনমৃত অবস্থাকে প্রাপ্ত করেছে। তারাই ভগবানের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তানে পরিণত হয়। যদি কোনো সাহুকার কোনো গরীবের সন্তানকে দত্তক নেয়, তখন সেই বাচ্চা ধনী-সাহুকার বাবা মাকেই স্মরণ করে আর গরীব মা-বাবাকে সে ভুলেই যায়। যদিও তারা জানে যে, তাদের প্রকৃত বাবা-মা গরীব কিন্তু তারা এই ধনী সাহুকার মা-বাবাকেই মনে রাখে, কারণ এই বাবা-মায়ের সম্পত্তিই তারা ভবিষ্যতে পায়। সাধু সন্ন্যাসীরা কিন্তু মুক্তিধামে যাবার জন্য তপস্যা করে। সবাই এই মুক্তির জন্যই কত ধরনের পুরুষার্থ করে, কিন্তু প্রকৃত মুক্তি কি -তা কেউই সঠিক ভাবে জানে না। কেউ কেউ ভাবে, পরম-জ্যোতিতে আত্মজ্যোতি মিলিয়ে যায়। কেউ বা আবার ভাবে মৃত্যুর পর মানুষ ওপারের নির্বাণ-ধামে যায়। নির্বাণ-ধামে যাওয়া আর জ্যোতিতে মিলিয়ে যাওয়া কিন্তু এক কথা নয়।

কিন্তু তোমরা এখন বুঝেছো যে, তোমরা হলে দূর দেশের (পরম ধামের) অধিবাসী। সুতরাং এই অপবিত্র দুনিয়াতে অবস্থান করে তোমরা সেক্ষেত্রে আর কি বা করবে। আমি তোমাদের

(বাচ্চাদের) বোঝাই, যার সঙ্গেই তোমাদের পরিচয় হোক, তোমরা তাদেরকে বোঝাও যে এই নাটক হলো অনাদি। প্রথমে সত্যযুগ, তারপর ত্রেতা .....এই করে অবশেষে সঙ্গম যুগ। চক্রাকারে এ হয়েই চলেছে। এটাও তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে, সত্য যুগ, ত্রেতাযুগের মাঝেও সঙ্গম যুগ আসে। সেই যুগ আবার কল্পেতে আবর্তিত হয়। আর শিববাবা কিন্তু যুগে যুগে আসেন না। যেমনটা দুনিয়াদারীর মানুষেরা ভাবে, ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। বাবা বলেন যে, যখন সমস্ত দুনিয়াটাই তমোপ্রধান হয়ে যায়, অর্থাৎ কলিযুগের যখন শেষ সময় উপস্থিত হয়, সেই কল্পের সঙ্গমের সময় তিনি এই ধরায় আসেন। যখন এক এক করে যুগ পুরো হতে থাকে, তখন একটু একটু করে মানুষের গুনের কলাও কমতে থাকে। যখন সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই গ্রহণ লাগে অর্থাৎ এই দুনিয়া পাপের অন্ধকারে ছেয়ে যায়, তখন বাবা আসেন সকলকে উদ্ধার করার জন্য। শিববাবা কখনও প্রতি যুগের শেষে আসেন না। এই কথা বাবা এসে আত্মারূপী পতঙ্গদের (পরবনো) বোঝান। এই পরবানোদের মধ্যেও আবার ক্রমিক নম্বর অনুসারে বাবার প্রিয় হয়। কেউ তো বাবার জ্যোতিতে নিজেকে জ্বালিয়ে বাবার রং-এ রাঙ্গিয়ে নেয়, কেউ আবার ঘুরে ফিরে কিছুদিন জ্ঞান শুনে চলে যায়। বাবার শ্রীমতে (আজ্ঞাকারী বাচ্চারা) তোমরাই চলতে পারবে। আবার কোথাও যদি তোমরা সেই শ্রীমতের লঙ্ঘন করো, তাহলে কিন্তু মায়ার আঘাত তোমাদের জোরেই লাগবে। বাবার শ্রীমতের খুবই গুনের গায়ন আছে। এই কারণেই শ্রীমত ভগবৎ গীতার কথা বলা হয়। পরবর্তী কালে শাস্ত্র যারা লিখেছিলো, সেই সময় তাদের বুদ্ধিতে রজগুণ থাকার কারণে তারা বুঝেছিল যে কৃষ্ণ দ্বাপরে এসেছেন। আর আমি (শিববাবা) তখনই আসি যখন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায়। এছাড়া আন্যান্য অনেক ধর্ম কিন্তু সেই সময়ে থাকে। অবশ্য দেবতা ধর্মের লোকেরা কিন্তু কখনোই হারিয়ে যায় না। তারা তখনও এই দুনিয়াতেই থাকে, কিন্তু তারা তখন ভুলে যায় যে, তারাই সেই দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলো। তাই, তখন তারা নিজেকে হিন্দু-ধর্মের বলে পরিচয় দেয়। এই ঘটনাও নাটকের চিত্রপটে লিপিবদ্ধ আছে। যখন মানুষ এই সব কথা ভুলে যায়, তখনই আমি (শিববাবা) এসে পুনরায় এই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। একমাত্র শিববাবাই তোমাদের দুঃখধাম থেকে সেই সুখধামের মালিক বানান। তোমরা হয়ত এখন বলবে, তোমরা হলে (বর্তমান দুনিয়া) এই নরকের মালিক। নাটকের নিয়মে এই দুনিয়াকে তো তমোপ্রধান (নরক) হতেই হবে। এই দুনিয়ার সকলেই পতিত, তাই তো পবিত্র দেবতার সামনে গিয়ে সকলেই নতজানু হয়। এখন শিববাবা তোমাদের বলেন যে, অতএব তোমরা বাবার শ্রীমতে চলো। তোমাদের আত্মার উপরে জন্ম-জন্মান্তরের অনেক পাপের বোঝা রয়েছে। এই পাপ ধংস না হলে তোমাদের ত্রাহি ত্রাহি রব করতে হবে। এই দুনিয়ার মানুষ ভাবে যে আত্মা নির্লিপ্ত (বেদাগ), কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা হয় না। আত্মাই সুখ এবং দুঃখ দুটোই ভোগ করে। এই কথাটাই কেউ বোঝে না। তাই তো বাবা বার বার তোমাদেরকে এত করে বোঝান যে, তোমাদের লক্ষ্যটাও যে অনেক বড়। এইসময় তোমরা অনেক বেশী করো পুরুষার্থ করো। কারণ তোমরা যে এখন খুবই দুঃখী। তোমরা জেনেছো, সত্যযুগে তোমরাই খুব সুখী থাকবে। অথচ, তখন তোমরা জানতেই পারবে না যে, তোমরাই একসময়ে আবার এই দুঃখধামে আসবে। তোমরা সুখের রাজত্বে কেমন করেই বা গেলে, কত বার জন্ম নিলে, এইসব তোমরা সেইসময় কিছুই জানতে পারবে না। কিন্তু, এখন তোমরা সে সব জানতে পারছো। সুতরাং উঁচু পদের অধিকারী কারা হলো ? ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার জন্য ঈশ্বর যেমন জ্ঞানে পূর্ণ তেমনি তোমরাও জ্ঞান-রত্নে সমৃদ্ধ। যেহেতু এখন তোমরা সকলেই শিববাবার সন্তান। কিন্তু তা হয় নম্বরের ক্রম অনুসারে। কেউ তো খুবই খুশীতে থাকে, যে বাবার শ্রীমতে চলে। যত বাবার

শ্রীমতে চলবে ততই শ্রেষ্ঠতা অর্জন করবে। বাবা তোমাদের বাচ্চাদের সামনে বসিয়ে এই কথাই বোঝান। বাচ্চারা তোমরা দেহ-অভিমান ছেড়ে, দেহী অভিমানী হও। আর নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন সর্বদা তোমাদের সুখদাতা। বাবা তোমাদের দুঃখ দেয় - এমনটা তো কখনই হয় না। শিববাবা কখনই তার বাচ্চাদের দুঃখ দেন না। বাচ্চারা তাদের বিপরীত চলনের কারণেই জীবনে দুঃখ পায়। বাবা তোমাদের দুঃখ দিতেই পারেন না কখনই। তোমরাই তো বাবাকে বলো, হে ভগবান- সন্তান দাও, তাহলেই তো আমাদের বংশবৃদ্ধি পাবে। যেহেতু, তোমরা তোমাদের সন্তানকে খুবই ভালোবাসো। এছাড়া তোমরা তোমাদের কুকর্মের জন্যও দুঃখ পাও। তাই এখন বাবা নিজেই এসেছেন তোমাদের সুখী বানাতে। বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের বাবার শ্রীমতে চলো।

আসুরী মতে চললে তোমরা সবাই কত দুঃখই পাও। বাচ্চারা যদি বাবা, শিক্ষক বা বড়দের কথা না শোনে, তাহলে তো তারা দুঃখই পেয়ে থাকে। নিজেরাই তারা নিজেদের দুঃখের জন্য দায়ী হয়, এবং এর ফলে তারা মায়ার অধীনে চলে যায়। এই সঙ্গম যুগেই মাত্র তোমরা ঈশ্বরের মত পাও। এই সঙ্গম যুগে পাওয়া ঈশ্বরীয় মতের ফল তোমরা ২১ জন্ম ধরে সুখ প্রাপ্ত করতে থাকো। তারপর আবার অর্ধেক কল্প তোমরা মায়ার অধীনে হয়ে যাও অর্থাৎ মায়ার মতেই চলতে থাকো। ভগবান কিন্তু কল্পে মাত্র একই বার এসে তোমাদের এই শ্রীমত প্রদান করেন। তখনও তোমরা যদি মায়ার মতে চলো, তবে তোমরা একশো প্রতিশত (১০০%) দুর্ভাগ্যশালী জীবনই পাবে। সুতরাং যারা খুব সুন্দর ফুলের তুল্য আত্মা -তারা সর্বদা খুশীতেই মশগুল হয়ে থাকে। তবুও নম্বর প্রাপ্তির হিসাবেই এই খুশীরও কম বেশী হয়। আগুনের এই পতঙ্গের মতো যারা বাবার প্রেমিক হয়, তারাই একমাত্র বাবার শ্রীমতে সম্পূর্ণ ভাবে চলে। আর যারা গরীব হয় তারাই নিয়মিত চার্ট লিখে বাবাকে জানায়। কিন্তু ধনী-সাহুকারেরা তাতে ভয় পায় যে, তাদের টাকা-পয়সা সব বোধহয় এখানেই চলে যাবে। তাই সাহুকারদের জন্য বাবার শ্রীমতে চলা খুবই মুশকিল। বাবা কিন্তু বলেন, আমি তো গরীবেরই ভগবান। দান-ধ্যানও কিন্তু সবসময় গরীবদের করা হয়। উদাহরণ স্বরুপ, সুদামার সম্বন্ধে এই ধরনের গল্পও আছে যে, একমুঠো চাল কৃষ্ণকে দিয়ে তার পরিবর্তে কৃষ্ণের থেকে বিশাল রাজমহল পেয়েছিল। তোমরা হলে এখন গরীব। কোনো গরীবের কাছে যদি ২৫ বা ৫০ টাকা থাকে, তার থেকে যদি সে ২০ বা ২৫ টাকাও মন থেকে এই ঈশ্বরীয় সেবাকাজে দেয়, আর সাহুকার ব্যক্তিরা যদি ৫০,০০০ টাকাও দেয়, তাহলেও বাবার কাছে সবাই সমান। তাই তো এই বাবা হলেন গরীবের ভগবান। ধনী সাহুকারেরা বলে যে বাবাকে স্মরণ করার মতন সময় নেই তাদের। কেননা তারা এই বাবার বিষয়ে পুরো মাত্রায় নিশ্চিত থাকে না। কিন্তু, তোমরা হলে প্রকৃত গরীব। তাই গরীবরা যদি ধন প্রাপ্ত করে তাতে তাদের খুবই খুশী হয়। বাবা তোমাদের বোঝান যে, এখানে এখন যারা গরীব থাকে, তারাই সত্যযুগে সাহুকার হতে পারবে আর এখন এখানে যারা ধনী সাহুকার হয়েও বাবাকে স্মরণ করে না, বাবার এই সেবার ঠিকমতো নিজের অর্থকে কাজে লাগায় না, তারা সেই নতুন দুনিয়ায় গিয়ে গরীব হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার বলে, আমরা এই যজ্ঞের খেয়াল রাখবো না কি আমাদের আত্মীয় পরিজনদের খোঁজ-খবর রাখবো ? বাবা কিন্তু তাদেরকে বলেন যে, তোমরা তোমাদের আত্মীয় পরিজনদের খোঁজ-খবর অবশ্যই খুব ভালোভাবে রাখবে। আর এটাও খুবই ভালো যে, তোমরা এখন খুবই গরীব। যদি তোমরা ধনী সাহুকার হতে- তাহলে তো আর বাবার থেকে তাঁর দেওয়া আশীর্ব্বাদের বর্ষা বা সম্পত্তির অধিকার পুরোটা নিতে পারতে না। সন্ন্যাসীরা কিন্তু এমন ধরণের

কথা বলে না। তারা তাদের ভক্তদের থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে নিজেদের আশ্রম বানাবার জন্য কত জায়গা কিনতে থাকে। কিন্তু শিববাবা কোনোভাবেই নিজের জন্য সে সব কিছুই নেন না। এখানে এইসব বাড়ি ঘর যা কিছু বানানো হয় -সবই তোমাদের বাচ্চাদের জন্য। এই জায়গা কারোরই নয়, এ সবই সাময়িক, বিনাশের সময়ে বাচ্চারা সকলেই এখানে এসেই থাকবে। এখানে থেকেই তোমাদের স্মরণের যাত্রা হতে থাকবে। তাই শেষেকালে তোমরা এখানে এসেই বিশ্রাম নেবে। আর তারাই বাবার কাছে যেতে পারবে- যারা যোগযুক্ত স্থিতিতে থাকবে। বাবা তাদের অনেক সাহায্যও করবেন। তাই তারা নানাভাবে সাহায্যও পাবে। এখানে বসেই তোমরা এই বিনাশের লীলা দেখবে। যেমন শুরুতে বাবা তোমাদের অনেক আদর দিয়ে পালন করেছিলো, তেমনি শেষকালেও তোমরা বাবার থেকে সেই আদর-ভালোবাসা আর সেই পালনাও লাভ করবে। শিববাবা সেইসময় তোমাদের খুবই ভালবাসবেন। তোমাদের যেন মনে হবে, তোমরা বৈকুন্ঠেই রয়েছো। এতই তোমরা বাবার কাছাকাছি যেতে থাকবে। তোমরা তো এটা বোঝো যে, তোমরা সর্বদাই স্মরণের যাত্রায় রয়েছো। আর কিছুকাল সময় পরেই এই বিনাশের কাজ শুরু হবে। তোমরা তখন অতি খুশীতেই থাকবে, কারণ তোমরা ভাবতে থাকবে যে, তোমরা এর পরেই রাজার জীবন পাবে। যেহেতু, এখানে অনেক ধরনের আত্মারুপী ফুল রয়েছে। তাই বাবার প্রত্যেক বাচ্চাকেই তোমাদেরকে বোঝাতে হবে যে .....বাবা তোমাদের এই জ্ঞানের সুগন্ধ কতখানি প্রদান করেছেন। বাবা কাদের এই জ্ঞান আর যোগের শিক্ষা দেন -যাদের অন্তর সর্বদা প্রফুল্ল থাকে। বাবা কিন্তু বুঝতে পারেন, কারা কি অবস্থায় রয়েছে। এই খুশীর অবস্থা কাদের বাড়তে থাকবে। তাদেরই এই অবস্থা চড়তে থাকবে যারা বাবার পরয়ানা অর্থাৎ প্রেমিক হয়ে গেছে। সতর্ক করে বাবা তোমাদের বোঝান যে, মায়ার ঝড় তো অনেকই আসবে, তার থেকে তোমাদেরকেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পরমপিতা-পরমাত্মা শিববাবা এসেই তোমাদের এখন এই রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন। পরমাত্মা স্বয়ং এসেই এখন আত্মাদেরকে সে সব বোঝাচ্ছেন। আত্মাদের এই জ্ঞান অবশ্যই আছে যে, আমরা আত্মারা আমাদের আত্মা ভাইদের এই কথা বোঝাচ্ছি। যেমনভাবে পরমাত্মা শিববাবা তাঁর সন্তান আমরা আত্মা-বাচ্চাদের এই কথা বুঝিয়েছেন। তোমরা হলে আত্মা। আর বাবা তোমাদের পাঠ শেখান, আবার তোমরা আত্মারা সেই পাঠ অন্য আত্মাদের বোঝাও। কিন্তু এই আত্মিক ভাব নিশ্চয় না হবার কারণে, নিজেদের তোমরা শরীর-ধারী মানুষ ভাবো এবং অন্যকেও শরীর-ধারী মানুষ ভেবেই বোঝাতে থাকো। আমি পরমাত্মা শিববাবা আত্মিক ভাবে কিন্তু তোমাদের আত্মাদের সঙ্গে কথা বলি। যেন তোমরাও আবার অন্য আত্মাদের বুঝিয়ে বলো। এইভাবে তোমরা যদি দেহী অভিমানী স্থিতিতে থেকে অন্য আত্মাদের বোঝাতে পারো, তাহলে সহজেই সেই তীর তাদের লাগবে। আর যদি নিজেরাই দেহী অভিমানী স্থিতিতে না থাকতে পারো, তাহলে অন্যকে সহজে ধারণা করাতে পারবে না। যেহেতু- এ খুবই উঁচু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তোমাদের বুদ্ধিতেও এই সব কথা নিশ্চয় ভাবে থাকা চাই যে, তোমরা শরীরের এই অঙ্গের সাহায্যে বাবার কথা শোনো। বাবা বলেন যে, আমি কেবল আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলি। তাই বাবার আদেশ তাঁর বাচ্চাদের প্রতি, বাচ্চারা - এবার সম্পূর্ণরূপে অশরীরী হও। দেহ-অভিমান ছেড়ে একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো, এই কথা তোমাদের কিন্তু বুদ্ধিতে অবশ্যই থাকা চাই। এই কথা ভাববে, আমারা আত্মারা অন্য আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলছি, কোনও শরীরের সঙ্গে মোটেই নয়। সে যদি কোনো মহিলাও হয়, তবুও কিন্তু তাদের আত্মার সঙ্গেই তোমরা কথা বলবে। তোমরা বাচ্চারা হয়ত ভাবো যে তোমরা তো বাবার (নিজের) হয়েই গেছো, বাস্তবে কিন্তু সম্পূর্ণটা তা নয়। এখানেও সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োগের প্রসঙ্গ আছে। আমি আত্মা, সেই আমি

আত্মা আর একজন আত্মাকে এই সব কথা বোঝাচ্ছি। এই আত্মাও আমারই ভাই, আমি একেও সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছি। এই আত্মা এই কথা বুঝতে পারছে, এইভাবে তোমরা যদি বোঝাতে পারো, তাহলে সহজেই অন্য আত্মাদের প্রতি তীর লাগবে। দেহকে দেখে যদি বোঝাও তাহলে আত্মারা তা সহজে বুঝতে পারবে না। তাই প্রথমেই নিজেকে সতর্ক করো যে, আমি অন্য আত্মার সঙ্গে কথা বলছি। আত্মা তো কোনো পুরুষ বা মহিলা হয় না। আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক একটি শক্তি। পুরুষ বা মহিলা শরীরের হিসাবে তার নামকরণ করা হয়। যেমন ব্রহ্মা-সরস্বতীকে পুরুষ-মহিলা বলা হয়। শিববাবাকে কিন্তু পুরুষ বা মহিলা কিছুই বলা যায় না। তাই বাবা তোমাদের আত্মাদেরকে সে কথাই বুঝিয়ে বলেন। সামনে তোমাদের অনেক বড় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাবার শ্রীমতের সূত্র কিন্তু অত্যন্ত কঠোর। আত্মাকে জ্ঞানের ইঞ্জেকশন দিতে হবে, তবেই সে এই দেহ-অভিমান থেকে বের হতে পারবে। না হলে আত্মার প্রকৃত সুগন্ধের খোঁজ পাওয়া যাবে না এবং আত্মার শক্তিরও বিকাশ হবে না। এ খুবই অল্প কথার কথা। তোমরা কেবল আত্মার সঙ্গেই কথা বলো। বাবা বলেন যে তোমাদের (নিজের) ঘরে ফেরার সময় হয়েছে, তাই এখন তোমাদের দেহী-অভিমানী হতেই হবে। অর্থাৎ "মনমানাভব" = মন আমার সাথেই লাগাও। তখন সহজেই "মধ্যাজী-ভব" হতে পারবে। এখন তোমরা খুবই সূক্ষ্ম বুদ্ধি ধারণ করতে পারছো, যা বাবাই তোমাদের দিচ্ছেন। ভোর ভোর উঠে তোমাদের সেই বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। সারাদিনে তোমাদের বিভিন্ন কাজ তো করতেই হবে, কারণ তোমরাই হলে কর্মযোগী। এই কথাও লেখা হয় যে .....নিদ্রাকে জয় করার শক্তি অর্জন করো। রাত জেগে তোমরা বাবাকে স্মরণ করে বাবার সম্পত্তি অর্জন করো। কারণ দিনে তোমাদেরকে মায়া নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কিন্তু, অমৃতবেলায় বায়ুমণ্ডলের পরিবেশ খুবই স্বচ্ছ থাকে। বাবাকে তো তোমরা এই কথা লেখো না যে, আমরা এই সময় উঠে বিচার সাগর মন্থন করি। যদিও এটা খুবই পরিশ্রমের। যেহেতু তোমরা এই বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছো। এখন তো তোমরা পার্থিব সম্পত্তির মালিক। জল নিয়েও তো এই পৃথিবীতে কতো ঝগড়া চলে। একের সাথে অন্যের শত্রুতাও লেগে থাকে। নিজেদের মধ্যে একে অপরকে ভাই বলে ভাবতেই পারে না। শুধু বলার জন্যই এই কথা বলে যে, আমরা সবাই এক। কিন্তু এক তো আর হয় না। কারণ এই পৃথিবীতে অনেক প্রকারের আত্মা আছে, তাদের পার্টও বিভিন্ন ধরনের। যেমন তোমরা এখন এখানে বসে আছো। আগের কল্পেও কিন্তু এভাবেই এখানেই ছিলে। এই অবিনাশী নাটকের নিয়ম অনুসারেই। ওনার ইচ্ছায় গাছের একটি পাতাও দুলতে থাকে। তবে এমন নয় যে পরমাত্মাই প্রতিটি গাছের পাতা নাড়ায়। এইসব কথা নিজেরা প্রথমে বুঝে, তবেই অন্যদদেরকে বোঝাও। প্রত্যেকেই যেন বুঝতে পারে যে, আমরা বাবার পরয়ানা হয়েছি এবং বাবার শ্রীমতের অনুসারেই চলছি। অ-প্রয়োজনীয় কথা তো আমরা বলি না ! আমরা আমাদের টাকা পয়সা তো পাপের পথে লাগাচ্ছি না ? আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে অন্য আত্মাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে যদি তোমরা নিজেরা এই জ্ঞানের কথা শোনো এবং অন্যদেরকে তা শোনাও তাহলে তোমাদের ধারণাও খুবই ভালো হবে।
২) তোমাদের নিদ্রা-জয়ী হতে হবে, রাত জেগে ঈশ্বরীয় কামাই করতে হবে। সর্বদাই বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। অ-প্রয়োজনীয় কথা বলে নিজের অমূল্য সময়কে কোনোভাবেই নষ্ট করবে না।

বরদান :- সাকার বাবার মতো নিজের সব কর্মকে স্মরণীয় বানিয়ে আধারমূর্ত এবং উদ্ধারমূর্ত হও (ভব)।

যেমন সাকার ব্রহ্মাবাবা তাঁর প্রত্যেকটি কর্মকে স্মরণীয় বানিয়েছিলেন, তেমনি তোমাদেরকেও প্রত্যেকটি কর্ম তখনই স্মরণীয় হবে যখন তোমরা নিজেকে আধারমূর্ত এবং উদ্ধারমূর্ত মনে করে চলতে পারবে। যারা নিজেকে এই বিশ্ব-পরিবর্তনের আধারমূর্ত মনে করতে পারে, তাদের প্রত্যেকটি কর্মই উচ্চমার্গের হয়, এবং যখন তোমাদের বৃত্তি এবং দৃষ্টিতে সকলের জন্য কল্যাণের ভাবনা নিহিত থাকে, সাথে সাথেই তখন প্রত্যেকটি কর্মও শ্রেষ্ঠ হতে থাকে। আর এই শ্রেষ্ঠ কর্মেরই স্মরণ হতে থাকে।

স্লোগান :- সত্যতার শক্তিকে ধারণ করার জন্য সহনশীল হও।